Press Release by Ministry of Health and Family Welfare (14.03.2020)

March 14, 2020

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দ্বারা জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তি (14.03.2020)

মার্চ 14,2020

কোভিড -19 কে কার্যকরীরূপে প্রতিরোধ, গণ্ডিবদ্ধ এবং মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার ভ্রমণের সীমিতকরণ, বিমান বন্দর এবং সমুদ্র বন্দরে যাত্রীদের সার্বিক পরীক্ষা, ভিসা বাতিল এবং নিজ নিভৃতাবাস(সেলফ কোয়ারেন্টাইন)-এর মত অনেকগুলি রক্ষাপ্রদ এবং সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অতিরিক্ত কোয়ারেন্টাইনের সুবিধা, আইসোলেশন ওয়ার্ডের উন্নতি, স্বাস্থ্য কর্মী এবং ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, পর্যাপ্ত পিপিই, ওষুধ মাস্কস ইত্যাদি সরঞ্জাম সুনিশ্চিত করাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে।

কেবিনেট সচিব আজ একটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য সচিবদের সাথে প্রস্তুতি এবং গৃহীত পদক্ষেপের পর্যালোচনা করেছেন।তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে আইলোসেন্স ওয়ার্ড সহ , কোয়ারেন্টাইনের সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সহ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরোধক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপরে জোর দিয়েছেন এবং প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী চিহ্নিত দেশগুলি থেকে আগতদের কোয়ারেন্টাইন করার উপরেও জোর আরোপ করেছেন। তিনি কোভিড-19 সংক্রান্ত জন সচেতনতার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলিরও পর্যালোচনা করেছেন।

কালোবাজারি এবং খামতিকে আটকানোর জন্য, ভারত সরকার মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারকে 30 শে জুন 2020 অবধি অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের আওতায়, সরবরাহ মসৃণ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলি এই সকল পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

কয়েকটি রাজ্য মহামারী রোগ আইন, 1897 – এর আওতায় উপলব্ধ সংক্রমক রোগ মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থার ক্ষমতা আরোপ করে তার সদব্যবহারও করেছে।এই আইনের অধীনে, রাজ্যগুলি কিছু পদক্ষেপ নিতে, অথবা দাবি করতে অথবা কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।রাজ্যগুলি জনগণের জ্ঞাতার্থে এই ধরণের সাময়িক নিয়ম বিধির পাবলিক নোটিশ জারি করতে পারে।

বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের আওতায়, রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি রাজ্য সরকার এবং ন্যাশনাল হেলথ মিশনের তহবিলের অতিরিক্ত এখন রাজ্য বিপর্যয় প্রতিক্রিয়া তহবিল থেকে তহবিল গঠন করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গৃহ মন্ত্রণালয় রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে।

এর অতিরিক্ত, কোভিড-19 পরীক্ষার উপযুক্ত ল্যাবের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করে মোট 52 টি করা হয়েছে।

বিশেষরূপে চিহ্নিত 30 টি বমান বন্দরে 11, 406 উড়ানের 12,29,363 জন যাত্রীকে পরীক্ষাও করা হয়েছে।এর অতিরিক্ত, নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল আগত যাত্রীদের জন্য কোয়ারেন্টাইন বলবত করার নির্দেশিকাকেও পালন করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত দেশে কোভিড–19 –র 84 টি সুনির্দিষ্ট কেস পাওয়া গিয়েছে।এগুলির মধ্যে, 10 জন সুস্থ হয়ে গিয়েছে এবং হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। এই কেসগুলির সংষ্পর্শে আসা 4000 –এর উপর ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের উপরে নজরদারি রাখা হয়েছে। এই সকল কেসের সংষ্পর্শে আসা আরও ব্যক্তিদের চিহ্নিত করণের কাজ জারি রয়েছে।

আবারও উল্লেখ করা হচ্ছে যে, বিদেশে অনাবশ্যক ভ্রমণকে এড়িয়ে চলা এবং ভারত সরকার দ্বারা প্রচারিত ভ্রমণ উপদেষ্টাতে উল্লেখ করা অত্যাধিক সংক্রামিত এবং মৃত্যুর ঘটনা সহ দেশগুলিতে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য ভারতীয়দের কঠোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।ভারতে ফিরে আসা সকল আন্তর্জাতিক যাত্রী সাধারণের তাদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিজের থেকে করা এবং সরকারের বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ‘কি কি করার’ এবং ‘কি কি করার নয়’ সেগুলিকে অনুসরণ করা উচিত।

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be referred to as the official press release.